36950 - তাশরকিরে দনিসমূহ

প্রশ্ন

প্রশ্ন: কোন্ কোন্ দনিগুলো তাশরকিরে দনি? কোন সাধারণ দনিরে উপর তাশরকিরে দনিগুলোর বশিষে বশৈষ্ট্যি কি কি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

আলহামদুলল্লিাহ।

তাশরকিরে দনিগুলো হচ্ছ- ১১ ই যলিহজ্জ, ১২ ই যলিহজ্জ ও ১৩ ই যলিহজ্জ। এ দনিগুলোর ফযলিত সম্পর্কে অনকে আয়াত ও হাদসি উদ্ধৃত হয়ছে, যমেন:

১। আল্লাহ তাআলা বলনে: "আর নর্দিষ্টি কয়কেটি দনি আল্লাহকে স্মরণ কর..."[সূরা বাকারা, আয়াত: ২০৩] নর্দিষ্টি দনিগুলো হচ্ছ- তাশরকিরে দনিগুলো। ইবনে উমর (রাঃ) এ তাফসীর করছেনে এবং অধকিাংশ আলমে এ তাফসীরটি গ্রহণ করছেনে।

২। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: "নশ্চিয় এ দনিগুলো হচ্ছ- পানাহার ও আল্লাহকে স্মরণ করার দনি।" তাশরকিরে দনিগুলোতে আল্লাহর যকিরি করার, আল্লাহকে স্মরণ করার কছিু ধরণ রয়ছে; যমেন:

-ফরয নামাযরে শষে তাকবীর দয়োর মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করা। জমহুর আলমেরে মতানুযায়ী, তাশরকিরে সর্বশষে দনি পর্যন্ত তাকবীর দয়ো শরয়িতরে বধিান।

-কোরবানীর পশু যবহে করার সময় 'বসিমল্লিাহ' ও 'আল্লাহু আকবার' বলে আল্লাহকে স্মরণ করা। হাদীর পশু ও কোরবানীর পশু যবহে করার সময় তাশরকিরে সর্বশষে দনি পর্যন্ত সম্প্রসারতি।

-পানাহাররে সময় আল্লাহকে স্মরণ করা। খাবার ও পানীয় গ্রহণরে শুরুতে 'বসিমল্লিাহ' বলা ও শষে 'আলহামদুলল্লিাহ' বলা শরয়িতরে বধিান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকে হাদসি এসছে- "নশ্চিয় আল্লাহ তাআলা বান্দার প্রতি

সন্তুষ্ট হন যখন সে খাবার খেয়ে আলহামদুলিল্লাহ বলে এবং পান করে আলহামদুলিল্লাহ বলে”[সহিহ মুসলিম (২৭৩৪)]

-তাশরিকের দিনগুলোতে জমরাতে কংকর নিক্ষেপ করার সময় তাকবীর উচ্চারণ করে আল্লাহকে স্মরণ করা। এটি হাজীদের জন্য খাস।

-এ ছাড়াও রয়েছে সাধারণভাবে আল্লাহকে স্মরণ করা। তাশরিকের দিনগুলোতে বেশি বেশি সাধারণ যিকির করা মুস্তাহাব। উমর (রাঃ) মীনাতে তাঁর তাবুতে ‘তাকবীর’ দিতেন। লোকেরা তাঁর তাকবীর শুনে নিজেরাও তাকবীর দিত। এভাবে গোটা মীনা তাকবীরে তাকবীরে প্রকম্পিত হয়ে উঠত। আল্লাহ তাআলা বলেন: “অতঃপর যখন তোমরা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করবে তখন আল্লাহ্‌কে এভাবে স্মরণ করবে যেভাবে তোমরা তোমাদের পিতৃ পুরুষদের স্মরণ করে থাক, অথবা তার চেয়েও অধিক। মানুষের মধ্যে যারা বলে, ‘হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতেই দিন’। আখেরাতে তার জন্য কোনও অংশ নেই। আর তাদের মধ্যে যারা বলে, ‘হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন”[সূরা বাকারা, আয়াত: ২০০-২০১]

সলফে সালেহীনদের মতে, তাশরিকের দিনগুলোতে অধিক দোয়া করা মুস্তাহাব।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী- “নিশ্চয় এ দিনগুলো হচ্ছে- পানাহার করা ও আল্লাহকে স্মরণ করার দিন।” এ বাণীতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঈদের দিনসমূহে পানাহার অব্যাহত থাকলে যিকির-আযকার ও নেক আমল করার ক্ষেত্রে এটি সহায়ক হবে। নেয়ামতের সর্বোত্তম কৃতজ্ঞতা হচ্ছে- প্রাপ্ত নেয়ামতকে নেকীর কাজে লাগানো।

আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে উত্তম খাবার ভক্ষণের ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর নেয়ামতকে আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে লাগায় সে আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করে; নেয়ামতের বদলায় কুফরী করে। এ নেয়ামত তার থেকে ছিনিয়ে নেয়ার উপযুক্ত। কবি বলেন:
“তুমি যে নেয়ামতের মধ্যে আছ সে নেয়ামতের কদর কর; কারণ পাপকাজ নেয়ামতকে উঠিয়ে দেয়

অব্যাহতভাবে ইলাহের শুকরিয়া আদায় কর; কারণ ইলাহের শুকরিয়া বিপদাপদ দূর করে দেয়।”

৩। এই দিনগুলোতে রোযা রাখার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। “তোমরা এ দিনগুলোতে রোযা রেখে না। কারণ এ দিনগুলো পানাহার ও আল্লাহর যিকিরের দিন”[মুসনাদে আহমাদ (১০২৮৬), আলবানী ‘সিলসিলা সহিহা’ গ্রন্থে (৩৫৭৩) হাদিসটিকে ‘সহিহ’ বলেছেন] দেখুন: ইবনে রজব এর ‘লাতায়েফুল মাআরিফ’ পৃষ্ঠা- ৫০০

হে আল্লাহ! আমাদেরকে নেককাজ করার তাওফিক দিন, মৃত্যুর সময় আমাদেরকে অবিচল রাখুন। হে মহান দাতা! আপনার রহমত দিয়ে আমাদের প্রতি রহম করুন। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।